নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(১৫)

আত্মমর্যাদাবোধ ও বিদ্যাসাগর

নজরুলের কবিতায় আছে, "বল বীর, বল উন্নত মম শির"। এই কবিতার বিখ্যাত পঙক্তিগুলি প্রায় সকলেরই জানা। অনেকটা প্রবাদের মতো হয়ে গেছে, 'ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া, উঠিয়াছি চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর।' সামন্তী চিন্তার নিগড় ভেঙে মাথা তুলে দাঁড়ানো এই মানুষ নিছক ব্যক্তি নয়, মনুষ্যত্বের গুণাবলিতে সমৃদ্ধ ব্যক্তি।

ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ আন্দোলনের তাৎপর্য উল্লেখ করতে গিয়ে 'ডায়ালেকটিক্স অফ নেচার' গ্রন্থের ভূমিকায় এঙ্গেলস অনবদ্য ভাষায় বলেছেন, "It was the greatest progressive revolution that mankind has so far experienced, a time which called for giants and produced giants– giants in power of thought, passion and character in universality and learning." অর্থাৎ, নবজাগরণ আন্দোলন চিন্তা-চরিত্র-আবেগ ও জ্ঞানচর্চায় অসংখ্য অনন্যপ্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছে। আমাদের দেশের নবজাগরণ আন্দোলনও সমস্ত দিক থেকে তেমনই বিরাট মাপের মানুষ হিসাবে বিদ্যাসাগরের জন্ম দিয়েছে।

ব্যক্তির আত্মমর্যাদাবোধ বলতে কী বোঝায়? এর অর্থ হল, জীবনে কোনও পরিস্থিতিতেই অন্যায় বা অসত্য আচরণ না করা এবং অন্য যে-কেউ এধরনের আচরণ করলে তার প্রতিবাদ করা। অন্যায় বা অসত্য আচরণ মানুষ করে নানা প্রলোভনে কিংবা ক্ষতি বা লোকসানের ভয় থেকে। আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের এই ভয় থাকে না। তাই তাঁরা হন সবসময়ই নির্ভীক। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই ধরনের এক নির্ভীক মানুষ। সে কারণেই তিনি উদ্ধত সাহেবের সামনে চটিপরা পা টেবিলে তুলতে পেরেছিলেন এবং তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পেরেছিলেন।

আজ যখন পরিস্থিতির চাপের অজুহাতে অন্যায়ের সঙ্গে আপস করাটাকেই বাস্তববাদিতা বলে চালানো হচ্ছে, ব্যক্তিগত লাভ কিংবা একটু স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ক্ষমতাবানদের কাছে আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেওয়াটা যেন স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে, সেই সময় বিদ্যাসাগরের চরিত্র আমাদের সামনে এক সুমহান এবং অমূল্য শিক্ষামালার মতো উপস্থিত হয়েছে।

বর্ধমানের মহারাজা বিদ্যাসাগরের দানশীলতা এবং অন্যান্য সমাজগঠনমূলক কাজকর্মের কথা শুনে খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। একবার তাঁকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। চলে যাওয়ার সময় রাজবাড়ির রীতি অনুযায়ী ব্রাহ্মণবিদায় হিসাবে তিনি বিদ্যাসাগরকে নগদ ৫০০ টাকা এবং একজোড়া দামী শাল উপহার দিতে গেলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুই নিতে রাজি হলেন না। মহারাজাকে তিনি বললেন, 'আমি দান গ্রহণ করি না। কারণ, আমি চাকরি করে যা মাইনে পাই তাতে আমার চলে যায়। আর কী দরকার!'

অনেক টাকা রোজগার করতেন বলে কখনও নিজের বা পরিবারের জন্য ন্যূনতমের বেশি ব্যয় করেননি। বরং অন্যদের দিয়েছেন অকাতরে। নিজের জন্য সামান্য ধুতি-চাদর ছাড়া আর কোনও চাহিদা ছিল না তাঁর। এর বেশি নিতে তাঁর বিবেকে বাধত। বর্ধমানের মহারাজা আরেকবার বিদ্যাসাগরকে বীরসিংহ গ্রাম এবং তার সংলগ্ন এলাকা 'তালুক' হিসাবে দান করতে চাইলেন এবং বিদ্যাসাগর যেন অবশ্যই গ্রহণ করেন, এমন আবেদন জানালেন। বিদ্যাসাগর তখন তাঁকে বললেন, "আমার যখন এমন অবস্থা হবে যে, সমস্ত প্রজার খাজনা আমি নিজে দিতে পারব, তখন আপনার তালুক গ্রহণ করব।" বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর বলতে চেয়েছেন, একা ভোগ করতে চাই না। অগণিত মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাবে আর আমি একা বিলাস করব, এ হয় না। এমনই বিরল আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী ছিলেন তিনি।

এই আত্মমর্যাদাবোধ কোনও মিথ্যা অহংকারের জন্ম দেয় না। ধর্ম-বর্ণ-জাতপাতের ভিত্তিতে কাউকে ছোট মনে করতে শেখায় না। কায়িক শ্রমকে অসম্মানের মনে করতে শেখায় না। তাই বিদ্যাসাগর পদমর্যাদায় উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকলেও অনায়াসে মিশে যেতে পারতেন জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্র মানুষের মধ্যে। অনায়াসে হয়ে উঠতে পারতেন তাদের একান্ত আপনজন। একদিন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে দেখলেন, বিদ্যাসাগর এক মুদি দোকানের সামনে রাস্তায় বসে তামাক খাচ্ছেন, আর গল্প করছেন। পরে দেখা হলে বিদ্যাসাগরকে সমালোচনাচ্ছলে তিনি বলেন, 'আপনি এইসব লোকেদের সঙ্গে মেশেন কেন?' উত্তরে বিদ্যাসাগরের উক্তি বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'দ্যাখো, ওদের নিয়েই আমাদের ঘরকন্না, ... রাজা-মহারাজাদের নিয়ে তো আমাদের ঘরকন্না নয়। ... তোমাদের ছাড়তে পারি, কিন্তু ওদের ছাড়তে পারি না।'

মিথ্যা অহংবোধের বিরোধী ছিলেন বিদ্যাসাগর। এ বিষয়ে যাকে যেভাবে সতর্ক করা সম্ভব, সেটা করতেন তিনি। একবার রাতে কলকাতা থেকে বীরসিংহে ফিরছেন তিনি। পরদিন সকালে গ্রামে একটা অনুষ্ঠান আছে। রাতে রেল স্টেশনে নেমেছেন। দেখলেন এক হ্যাট-কোট পরা বাবু কুলির খোঁজ করছেন এবং সাধারণ ধুতি-চাদর পরা বিদ্যাসাগরকেই কুলি ঠাউরে হাঁকাহাঁকি শুরু করলেন। বিদ্যাসাগর কিচ্ছু না বলে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন বাবুটির সাথে রয়েছে একটিমাত্র সুটকেস। তিনি সুটকেসটি নিয়ে পিছু পিছু চললেন। যেতে যেতে শুনলেন বাবুটি এখানে এসেছে বিদ্যাসাগরকে নিজে দেখতে। পরদিন সকালের সেই অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের পরিচয় পেয়ে বাবুটি অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইল। বিদ্যাসাগর তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'মোট বইলে মান কমে না। বরং নিজের কাজ নিজে করলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে।' এ জিনিস বিদ্যাসাগর নিজে সর্বক্ষণ চর্চা করতেন। একবার বীরসিংহ গ্রামে স্কুল করার জন্য নিজেই কোদাল নিয়ে আগাছা সাফ করে জমি তৈরি করেছিলেন তিনি। এভাবে প্রয়োজনীয় কাজের প্রতি জীবনে কখনও তাঁর অনীহা জন্মায়নি।

টেবিলে পা তুলে এক ইংরেজ সাহেবের উদ্ধত আচরণের জবাবে বিদ্যাসাগরের তেজোদীপ্ত আচরণ কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। এ ইতিহাস বহুল প্রচলিত। কোথা থেকে আসে এই তেজ? এই দৃঢ়তা-নির্ভীকতা আসে সত্যের অমোঘ শক্তি থেকে। এই তেজ আসে সমাজের নিপীড়িত মানুষের জন্য কিছু করার আপ্রাণ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। এই তেজ হল সত্যনিষ্ঠার তেজ।

সেকালের বহু ইংরেজিশিক্ষিত লোক ইংরেজভক্ত হয়ে গর্ব বোধ করত। দেশের মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত। ইংরেজ কর্তাদের দেওয়া উপাধি-খেতাবের জন্য লালায়িত হত। বিদ্যাসাগর এই হীনতা-নীচতার শুধু বিপরীত ছিলেন তাই নয়, এসব মেরুদণ্ডহীনতাকে তীব্র ধিক্কার জানাতেন। কোনও উপাধি-খেতাবের পরোয়া করতেন না তিনি। ১৮৮০ সালে সরকার তাঁকে যেচে সিআইই ('কম্প্যানিয়ন অফ ইন্ডিয়ান এম্পায়ার' অর্থাৎ ভারত সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ শাসকদের সাথী) উপাধি দিয়েছিল। কিন্তু ওই উপাধি পাওয়ার কথা আগে জানতে পেরে তিনি কলকাতার বাইরে চলে যান, যাতে ওই ঘৃণ্য পদক নিতে না হয়। কিছুদিন পর তিনি কলকাতায় ফিরে এলে কর্মচারী ও চাপরাশি দিয়ে তাঁর বাড়িতে পদক পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছু বকশিসের আশায় কর্মচারীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিদ্যাসাগর বললেন, 'আমি একটা কথা বলি, তাতে আমারও সুবিধে, তোমাদেরও সুবিধে। এই পদকখানা নিয়ে বাজারে কোনও বেনের দোকানে বেচে দাও। যা পাবে দুজনে ভাগ করে নিও।' এই ছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে অর্থকষ্টে ভুগছেন তখন তাঁর বন্ধু হ্যালিডে সাহেব তাঁর জন্য হিন্দু কলেজে (এখন প্রেসিডেন্সি) একটি পদ তৈরি করে তাঁকে চাকরি দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর সম্মতি দেননি। কারণ, তিনি জেনে গিয়েছিলেন, নতুন পদের প্রয়োজন ওখানে নেই। কেবল তাঁকে চাকরি দেওয়ার জন্য অমনটা করার কথা ভেবেছেন হ্যালিডে। তাঁকে কেউ অনুগ্রহ করবে, এ কখনও মেনে নিতে পারেননি বিদ্যাসাগর। তাই, বিধবাবিবাহ আন্দোলনে যখন আর্থিক দিক থেকে তিনি প্রায় নিঃস্ব তখন কয়েকজন মিলে বিদ্যাসাগরকে না জানিয়ে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। সে বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগরের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছিল। এ খবর পাওয়া মাত্র বিদ্যাসাগর ওই বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করতে বলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, আমি যা করেছি, আমার বিবেকের ডাকে করেছি। সেজন্য অন্য কাউকে দায়ভার নিতে হবে না। দেশের মানুষের যদি বিবেক থাকে তাহলে সমাজের স্বার্থে তারা নিজেরাই এগিয়ে আসবে।

আদর্শগত কারণে বিদ্যাসাগর চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন একাধিকবার। তিনি বলতেন, 'যেখানে মর্যাদা নেই, কাজ করার স্বাধিকার নেই, এমন জায়গায় আমি কাজ করতে পারব না।' সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত যখন কথা দিয়েও সহকারি সেক্রেটারি হিসাবে বিদ্যাসাগরের পাঠক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন না, তখন প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেছিলেন। সেই সময় তাঁর খুবই আর্থিক সংকট চলছিল। রসময় দত্ত বিদ্যাসাগরের পরিচিত একজনকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, 'চাকুরি যে ছেড়ে দিল, চলবে কী করে?' সে কথা শুনে বিদ্যাসাগর দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, 'বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে, মুদির দোকান করে খাবে, কিন্তু যে চাকুরিতে সম্মান নেই, সে চাকুরি করবে না।' দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি ব্রিটিশের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু সাহায্য পাওয়ার জন্য ব্রিটিশের কোনও অন্যায়কে রেয়াত করেননি, স্পষ্ট ভাষায় তীব্র সমালোচনা করেছেন। পরিণামে অনেকে তাঁকে ভুল বুঝেছেন কিন্তু যাঁরা তাঁকে এতটুকুও বুঝেছেন, তাঁদের কাছে তাঁর কদর ছিল অতুলনীয়। আগে থেকে সময় না নিয়ে সে কালের ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করতে পারতেন নামমাত্র কয়েকজন। সেই কয়েকজনের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম। ১৮৭৪ সালে হিন্দি কবি ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ নামক এক যুবকের সাথে বিদ্যাসাগর এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘর দেখতে গিয়েছিলেন। সঙ্গী দুজনের কোট-প্যান্ট-বুট পরা ছিল। ফলে তারা মূল ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন। বিদ্যাসাগরকে দারোয়ান আটকাল। কারণ তাঁর পায়ে বুট নেই, চটি। দারোয়ান বলল, নিয়মানুসারে চটি খুলে আপনাকে ভিতরে যেতে হবে। বিদ্যাসাগর সেভাবে যেতে রাজি হলেন না। কারণ, বুট পরে ঢোকা যায় অথচ চটি পরে যায় না— এর মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ শাসকের জাতিদম্ভ। নিজেকে বড় আর অপরকে ছোট মনে করার হীন মানসিকতা। তিনি বাইরে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন সঙ্গীদের ফেরার অপেক্ষায়। ইতিমধ্যে সোসাইটির সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র ঘোষের কাছে পৌঁছেছে খবরটা। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমা চেয়ে চটি পরেই ভিতরে আসতে অনুরোধ করলেন। অন্য যে-কেউ হলে তখন ভিতরে চলে যেতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর গেলেন না। বরং তাঁদের দেখালেন, আমি উচ্চপদাধিকারী লোক বলে কোনও বিশেষ সুবিধা চাই না। যেদিন সকলের জন্য এক নিয়ম চালু হবে সেদিনই ভিতরে যাব।

বিদ্যাসাগরের জীবনের এই অনন্য সাধারণ ইতিহাস আমাদের শেখায়, যথার্থ আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে ওঠে অগণিত মানুষের কল্যাণের জন্য আপসহীন লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই। পার্থিব মানবতাবাদের বলিষ্ঠ প্রতিভূ বিদ্যাসাগর চরিত্র আজও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে নতুন সমাজের পথ দেখায়।

(চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

এন আর সি রুখতে গঠিত হল নাগরিক কমিটি

এনআরসি-র নামে নাগরিকত্ব হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ৪ নভেম্বর মৌলালি যুব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল নাগরিক কনভেনশন। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চ্যাটার্জী, প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়, মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সুজাত ভদ্র প্রমুখ। বিমলবাবু বলেন, 'নাগরিক পঞ্জি তৈরি করার প্রক্রিয়া ভ্রান্ত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ধর্মীয় গন্ধযুক্ত। আমাদের আন্দোলন এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। নাগরিক আইনে যে সংশোধনী আনছে তা নিন্দনীয়'। প্রতুলবাবু বলেন, 'আসামে কোনও এনআরসি হয়নি, যা হয়েছে তা এনআরসি-র নামে আইনের বিকৃতি। এই এনআরসি মানি না। আমাকেই কেন প্রমাণ করতে হবে, আমি ভারতের নাগরিক'?

সুজাতবাবু বলেন, 'আমরা নাৎসি ক্যাম্পের কথা জানি, ভারতবর্ষে সেই ক্যাম্প করা হচ্ছে। দেশভাগের জন্য সাধারণ মানুষ দায়ী নয়। কাউকে রাষ্ট্রহীন না করে স্বাভাবিকভাবে নাগরিকত্ব দিতে হবে'। এন আর সি আতঙ্কেআত্মহত্যাকারী বসিরহাটের কামাল হোসেন মণ্ডলের বিধবা স্ত্রী মঞ্চে এসে তাঁর পরিবারের দুর্দশার কথা বলেন। কনভেনশনে দাবি ওঠে ১) এনআরসি প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে, ২) অবিলম্বে আসামে অমানবিক ডিটেনশন ক্যাম্প বন্ধ করতে হবে, ৩) এনআরসি-র কারণে আসামে এবং এ রাজ্যে যাঁরা আত্মহত্যা করেছেন তাদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

উপচে পড়া ভিড়ে ঠাসা কনভেনশন থেকে 'সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি' গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন বিমল চ্যাটার্জি, অন্যতম সহসভাপতি হয়েছেন সুজাত ভদ্র এবং সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন গোপাল বিশ্বাস। কনভেনশনে এই আন্দোলনকে দ্রুত জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

জলপাইগুড়িতে এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত

সাম্প্রদায়িক মতলবে বিজেপি সরকারের আনা নাগরিকত্ব হরণকারী এনআরসি প্রতিহত করতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৩ নভেম্বর জলপাইগুড়িতে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। শুভ্রাংশু চাকীকে সভাপতি ও সামশের আলিকে সম্পাদক করে ২৬ জনের নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

ঝাড়খণ্ডে ধরনা

আর্থিক সংকট, বেরোজগারি, আদিবাসী ও বনবাসীদের অধিকার হরণের প্রতিবাদে ২১ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে রাজভবনের সামনে ধরনায় জনসমাবেশের একাংশ

ভারত পেট্রোলিয়াম বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি তুলল এসইউসিআই(সি)

এস ইউ সি আই (সি) কেন্দ্রীয় কমিটি ৩০ অক্টোবর এক বিবৃতিতে ভারত পেট্রোলিয়াম কোম্পানি লিমিটেড (বিপিসিএল) বেসরকারিকরণের তীব্র বিরোধিতা করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মহারত্ন' বলে আখ্যায়িত লাভজনক সংস্থা বিপিসিএলকে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের মোদি সরকার। দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের ২৫ শতাংশ বাজার এই সংস্থার হাতে। এই সংস্থার রয়েছে চারটি শোধনাগার, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৬ হাজার একর জমি, ১৪,৮০২টি পেট্রোল পাম্প, ৫৯০৭টি এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার এবং ১১টি সহায়ক কোম্পানি।

এই কোম্পানির ৮ লক্ষ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে বিক্রি হতে যাচ্ছে মাত্র ৫৬ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে। এক লক্ষাধিক মানুষ সারা দেশে জীবন-জীবিকার জন্য এই কোম্পানির উপর নির্ভরশীল।

পেট্রোপণ্যের বাজার এভাবে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দিলে পেট্রোপণ্যের মূল্য ব্যাপক বাড়বে এবং তার ফলে সব জিনিসেরই দাম বাড়বে। মোদি সরকারের এই পদক্ষেপ সম্পূর্ণ জনস্বার্থবিরোধী এবং প্রকাশ্য দিবালোকে জনগণের কষ্টার্জিত অর্থের লুঠ ছাড়া কিছু নয়। এস ইউ সি আই (সি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি এই সিদ্ধান্ত থেকে অবিলম্বে সরে আসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। জনগণের কাছে কমিটির আবেদন, বেসরকারিকরণের এই পদক্ষেপ প্রতিহত করতে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলুন।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে সিলিন্ডার প্রতি ৭৬ টাকা। প্রতিবাদে ২ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে হলদিয়া-মেছেদা রাজ্য সড়ক অবরোধ এস ইউ সি আই (সি)-র। প্রতীকী গ্যাস সিলিন্ডারে অগ্নিসংযোগ করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মানিক মাইতি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রণব মাইতি।

হায়দরাবাদে সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানালেন দেশের বিশিষ্টজনেরা

শিক্ষার সার্বিক বেসরকারিকরণ, পণ্যায়ন ও সাম্প্রদায়িকীকরণের নীল নক্সা জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৯ বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আগামী ২৬-২৯ নভেম্বর হায়দরাবাদ শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এআইডিএসও-র নবম সারা ভারত ছাত্র সম্মেলন। এই ছাত্র সম্মেলনের আহ্বান ইতিমধ্যেই দেশের ছাত্রসমাজের মধ্যে বিপুল আলোড়ন তৈরি করেছে। এই সম্মেলনের মূল দাবি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশের বিশিষ্ট জনেরা তাঁদের দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সর্বনাশা শিক্ষা নিধনকারী নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে এআইডিএসও-র প্রতি গভীর প্রত্যাশার কথা জানিয়ে সম্মেলনকে সর্বতোভাবে সফল করার উদ্দাত্ত আহ্বান তাঁরা দেশবাসীর কাছে জানিয়েছেন। সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনার ও প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত থেকে ও বক্তব্য রেখে বহু বিশিষ্টজন তাঁদের সমর্থন জানাবেন। পাশাপাশি একটি আবেদনপত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরা এই আহ্বান দেশবাসীকে জানাচ্ছেন। এঁরা হলেন, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ইরফান হাবিব, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জাস্টিস দেবপ্রিয় মহাপাত্র, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ডি এন ঝা, কর্ণাটক সরকারের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল অধ্যাপক রবিবর্মা কুমার, নিমহানস বাঙ্গালোরের প্রাক্তন ডিরেক্টর অধ্যাপক ভবানীশংকর দাস, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক ডি পি সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সৌমিত্র ব্যানার্জী, বিশিষ্ট সমাজকর্মী অধ্যাপক রাম পুনিয়ানি, পদত্যাগী আইএএস কান্নান গোপীনাথ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন প্রধান মহীদাস ভট্টাচার্য, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অনীশ রায় সহ বহু বিশিষ্ট জন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com